কবিতা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অসাড়লিপি

৯

তোমাকে ডেকেছিল ওরা
দরজার বাইরে
গাড়ির আলোয় বেড়ে উঠেছিল
নমনীয় শিয়ালের পিঠ
বুনো ঘাস
দল — যে শব্দ তোমার খুব প্রিয়
আমরা সবাই দলে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলাম
গোষ্ঠীমুক্ত তোমার কপালে ঘাম
শিরদাঁড়ায় নিশ্চিত আরেকপ্রস্থ
রাস্তা হারানো

আমি দূর থেকে হাতের তালুতে
লিখে নিই তারিখ
প্রত্যেক বছর
প্রত্যেক রকমের সরকার

আলোকহীনতার শরীরে জন্ম নিয়েছিল মফস্বল
পরিকল্পনাহীন কিছু শব্দ
আচমকা সামনে কিছু বন্ধু আয়না
মুছে যাওয়া ঘসটানোর দাগ নিয়ে
উড়ে গিয়েছিল পায়রার ঝাঁক
মাটি রঙের পাকানো জন্তু
তার শরীরে চালান করে দিয়েছিল

আমাদের সমস্ত রকম ভোগ
উপভোগ্য সময়ের শেষতম নদীর আওয়াজ

কেমন ছিল গ্রাম থেকে জাহাজে ধরে নিয়ে যাওয়া
ধস্তাধস্তি ছিল কিনা ভাবি
পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা না হবার যে কষ্ট
সেটাও কি ছিল?
পরপর জাহাজে তোলার শব্দ
পরপর বমি পাওয়ার অসাড় পেট

অসাড় ঢেউয়ের চোখ
ভাষায় জড়িয়ে যাওয়া অসাড় জিভ
ক্রমশ খাবারের ওপর জড়িয়ে থাকা অসাড়
চামড়ার নখ ওঠা আঙুলের কালো অসাড়
ধোঁয়া ও বৃষ্টির ফোঁটায় মিশে থাকা
আলো না ঢোকা দিন
সমস্ত অনুভূতির শীর্ষে অসাড়
দৃষ্টিপথের সামনে ঘোলাটে বাতাস
কিছুতেই বলতে না পারা ভাষার নাম — অসাড়
ক্রমশ ফুলে উঠছে দূরতম ঢেউয়ের পেটের মত
কিছুতেই লেখা যাচ্ছে না সূর্য

ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছে সমুদ্রের আদিম, সমস্ত আয়নার সামনে মেলে দেওয়া হয়েছে কাপড় যেন প্রতিবিম্বিত মুখগুলো পালাতে না পারে! এভাবেই আদিমতম, এভাবেই ভোরের ঘুম, রাতের জাগা, এভাবেই গুলিয়ে আসা দিন সপ্তাহ মাস এমনকি ধরা পরা অ্যালবাট্রসও শব্দ করে না এমন সময়! সমস্ত চলাচল নিষ্পলক, অক্ষিগোলকের গায়ে আঁচড় ফুটিয়ে তুলছে শুধু স্বপ্ন — কয়েকটা ফাঁকা বাড়ি, শূন্য জানলায় গাউন পরা স্ত্রীলোক, তার চোখ পেশিবহুল কালো পিঠে স্থির।

এখানে আমার মুখ খুঁজে নেয় কালো রঙের প্রতি তার টান। প্রতিদিন হাতির পিঠের মত দুলে ওঠা দিন, যে কোনও উজ্জ্বল অস্ত্র জ্বলন্ত বাতাস ও আমার মাংস, আমার মৃত মাছের চোখ, কোনও রকমের বুদ্ধির দীপ্তি নেই, শুধু কয়েক শতাব্দির ক্লান্তি আমার শিশু মুখের পাশে ঢোলকলমির ঝোপ গজিয়ে তুলছে।

প্রতিটা সকালে তাকে পরিষ্কার করি

প্রতিটা সকালের পলায়নপর শিয়ালের
রাস্তায় তাকে ফেলে রাখি
কব্জির উপর ক্ষত
জিভ থেকে ভাষা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে বিন্দু-বাদামি
আয়নাই একমাত্র শুশ্রূষা!

পরপর লাফিয়ে নামছে রাস্তা
পরপর ঠিকরে উঠছি আমরা ধুলো-মানুষ
আমাদের রন্ধনশালা ক্রমশ হলুদ আগুন
আমাদের শীর্ণ হাতের আঙুল ক্রমশ শিকড়
শুধু প্যাঁচাদের রাতদীর্ঘ আঁচড়ে
মাংস বিক্ষত হচ্ছে আমাদের
এখানে যতটুকু নিঃশ্বাস তাকেই আয়ু বলে ডাকে সবাই
যতটাই ওপরে যাওয়া যাক
নিচে শুধু ছড়িয়ে পড়ছে এক শতকব্যাপী ঘাস
তাদের পিঠে যে হাওয়া
সমুদ্র থেকে নোনতা নিয়ে এল
তার গায়েও আঁচড় রেখে গেছে
সময় হারানো বাদুড়ের ঘরে ফেরা

যে যুবক আত্মহত্যা ছাড়া কোনও রাস্তা জানে না
যে যুবক ছাল অব্দি ব্লেড চালিয়েও থেমে যায়
পরমুহূর্তেই ছুটে যায় অ্যান্টিসেপটিকে
তাকে আশ্রয় দেবার জন্য শুধু সিগারেটই যথেষ্ট
নিজেকে তাকাতে বলি ইতিহাসে
মাথায় ক্রমশ পেঁচিয়ে যাওয়া
শিকড়ের রাস্তা সতত একার
সন্তান মুখের মায়ায় যে বিকেল বাক্সবন্দি
মৃদু গোধুলির গায়ে
অজস্র নেমপ্লেট ভরা ফাঁকা সব বাড়ি
রাস্তা জুড়ে বৃষ্টি
কুকুরের সন্ত্রস্ত দৌড়

১০

ক

গঙ্গাসাগর

আয়নার সামনে যে গাঢ় ডেলা তাকে কি নিজের সঙ্গে তুলনা করা যায়? বিশেষত যখন বৃষ্টিহীন শহর কাঁপিয়ে একটা ভোরের ঝড় — ভোর তো গাছেদের উন্মাদনা টেনে বের করে — আলো শুধু ক্ষয়ের প্রতীক নয়, গাঢ় কোনও উত্তেজনা নেই শুধু ঘুম — আমিও তো তাই খুঁজছি, এক দেবদূতের ডানাওলা পোকা, দীর্ঘ, ফ্যাকাশে সাদা, আমার ক্লান্তির ওপর রাস্তা হারানো জঙ্গল-বাক্য, মাথা ঝাঁকানো কালোজামের গাছ, নিম, তাদের উচ্ছ্বাসেই ধুলো ও আলোর গুঁড়ো, শুধু আমার চোখে দেবদূত-পোকার ডানা, তাদের হুল ঘষটানো ভোরের আবছায়া, ছায়া ও স্পষ্টতা

তুমি কি বেরিয়েছো কখনও? সামান্য পয়সা দিয়েই পৌঁছে যাওয়া যেত মেলায় - তাও তুমি যাওনি সেই ভাজা মিষ্টির গন্ধে বুদ মানুষের ভিড়ে, তুমি যাওনি? আর যদি নাই দেখে থাকো মানুষের ভক্তি ও প্রবণতা তাহলে তুমি নদী চেনো না।আসলে তুমি মানুষ ও ভক্তি সম্পর্কে জানতে চাওনি তোমার ভয় ছিল অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তোমাকে বিচলিত করবে তোমার ভয় ছিল দলবদ্ধ কীর্তন তোমার সামনে শুধু চিৎকার এর মুখোশ

আমি আপনি আর কখনো না-দেখা মানুষের কীর্তন আসলে এক গোপন ষোড়শ শতক

দলবদ্ধ গান ও না দেখা
মানুষের নদী তীর
মরু প্রতীম জেগে থাকা

কে দেখবে সেই দীর্ঘ প্রলম্বিত মানুষের
ঢেউ এর অভিঘাত ফুলে ওঠা
জলের পিঠ জোয়ার ছাড়াই

১

প্রিয় বন্ধু বলেছিল এই নোনতা জানুয়ারি
ভেসে থাক বাংলার আকাশ বলে যদি কিছু থাকে সেখানে

তা এই ঢেউ হয়ে যাওয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাসপুঞ্জ

২

এই দীর্ঘশ্বাস ও পুঞ্জ খন্ডিত শব্দ সমূহ সমেত এই তীর্থ মিলিয়ে যাক আকাশে

৩

শেষ অব্দি জেগে ওঠে শুধু আকাশ আর আমাদের দেবদূত' পোকা আমাদের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও কাজের বাক্য ভেসে থাক এক সর্বগ্রাসী আকাশে যা আসলে একটা দ্বীপ

৪

আকাশ আসলে একটা দ্বীপ
নোনতা বাতাসে মগ্ন
এক ধরণের নতুন চলাচল শুরু হবে

৫

এই দ্বীপ আসলে একটা আকাশ

৬

এই আকাশ আসলে একটা দলবদ্ধ কীর্তন এর ধ্বনি
খোলের আওয়াজ মিলিয়ে আসছে
আমরা দর্শকের মতো স্থির
স্থিরতার আসল নাম বাংলা

খ

গনিমিয়া শরিফ

কেউ যেন পালিয়ে যেতে বলেছিল আচমকা রাতের মুখে

আচমকা মুখের ঘুমে থ্যাতলানো শামুকের গন্ধে ভাষা বর্ষায়
কেউ যেন পালাতে বলেছিল যেখানে ভাষা বোঝাবার কোন দায় নেই কেউ যেন দৌড়তে বলছিল
যেখানে পর পর দরজা খুলে রাখা বাড়িগুলো থেকে
বেরিয়ে আসছিলো স্কুল না যাওয়া বাচ্চারা
দুপুর তো বেরিয়ে পড়ার জন্যই
কারখানার পাশ দিয়ে শহর থেকে ফেরা
আনাচ বেপারি ভরা ট্রেন থেমে গেল রেল ব্রিজে,
কেউ বুঝি ডেকে গেল অজানা নাম অথচ বেরিয়ে এলো গোটা এলাকা কেউ ডেকে গেল এক নামাজ পড়ার সময় অথচ সম্পন্ন কৃষক মাথা তুললো না তাহলে ডাক কিছু দুর্বল এর সুরক্ষা চেতনা?
এইখানে মনে হয় সমস্ত ধ্বনি দূরে
তার অভিঘাতে যে কটা বাড়ি মুক্ত হলো
আমরাও তার সঙ্গে গড়িয়ে গেছি
পেছনে শুধু স্থির দুপুরের গ্রাম
বিক্রি হওয়া ধানক্ষেতে নিমগ্ন শিশু
এইখান থেকেই আমাদের মিলিয়ে যাওয়া
মাংসে বেধানো নখ উপড়ে ফেলে
অজানা ভাষার প্রার্থনায় জড়ো হচ্ছি আমরা যারা দুর্বল
শোণিত প্রবাহ থেকে কিছু দূরে
পুরনো দেয়াল ঘেরা এই দরগাহে
প্রতিটা রোমকূপই গাছ
রাত্রি শেষ এইবার উন্মাদনা থেমে যাবে কাজের অছিলায়

Copyright © 2019 Subhro Bandopadhyay Published 1st Nov, 2019

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৭৮, কলকাতা। প্রকাশিত কবিতার বই ৪টি। বৌদ্ধলেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ কাব্যগ্রন্থের জন্য ভারতের জাতীয় সাহিত্য আকাদেমির যুব পুরস্কার পেয়েছেন। স্পেনে পেয়েছেন আন্তোনিও মাচাদো কবিতাবৃত্তি, পোয়েতাস দে ওত্রোস মুন্দোস সম্মাননা। স্পেনে তিনটি কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে। ডাক পেয়েছেন মেদেইয়িন আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব ও এক্সপোয়েসিয়া, জয়পুর সাহিত্য উৎসব সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক উৎসবে। ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত Poetry Connecyions India-Wales এ কবিতা রেসিডেন্সিতে ডাক পেয়েছেন। কৌরব অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত। পেশায় স্পেন সরকারের ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্সতিতুতো সেরবান্তেস, নয়াদিল্লিতে স্পেনীয় ভাষার সহকারী অধ্যাপক।

চিত্রস্বত্বঃ পাবলো লোপেস